কালীগঞ্জে মেধাবী শিক্ষার্থীদের হিরো উইমেন স্কলারশিপ প্রদান

ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জে গরীব ও মেধাবী নারী শিক্ষার্থীদের জন্য হিরো উইমেন স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে। বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, কালীগঞ্জ ইয়ুথ এগেইনস্ট হাঙ্গার এবং বিকশিত নারী ও শিশু কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে সুনিকেতন সেমিনার কক্ষে এই স্কলারশিপ বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সলিমুন্নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বিদৌরা আক্তার। আরও উপস্থিত ছিলেন ফাইজুর রহমান ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মশিউর রহমান, শহীদ নুরআলী কলেজের সহকারী অধ্যাপক রওশন কবির, মোস্তবাপুর সম্মিলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক অশোক কুমার, গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রওশন আফরোজ, হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ডের প্রোগ্রাম অফিসার শাহজাহান আলী বিপাশ, বিএনএসকেএসের সভানেত্রী মনোয়ারা খাতুন এবং ইয়ুথ এগেইনস্ট হাঙ্গারের সহ-সভাপতি শেখ সাদি ও সম্পাদক তানভীর হোসেন মুন্না।

এই স্কলারশিপের আওতায় কালীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৮ জন নারী শিক্ষার্থীকে মাসিক ৪০০ টাকা করে তিন মাসের জন্য মোট ১,২০০ টাকা এবং কলেজ পর্যায়ের ২২ জন নারী শিক্ষার্থীকে মাসিক ৫০০ টাকা করে তিন মাসের জন্য মোট ১,৫০০ টাকা প্রদান করা হয়।

মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম

[redacted], [redacted] [redacted] ‘[redacted] [redacted]’

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (2) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]:

[redacted] [redacted], [redacted] → [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] → [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] → [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] →[redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] → [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] → [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] → [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] → [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] → [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ → গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিনেইম ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম → মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যরোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় → অ্যাভিয়েশন এন্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ

মেহেরপুরে ৮৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

গ্রামীণ জনপদ মেহেরপুর সদর উপজেলার যুগিন্দা গ্রাম। এই গ্রামের যুগিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৫ বছর ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। একজন সহকারি শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের চলতি দায়িত্ব পালন করছেন। এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৩০৮টি। প্রধান শিক্ষকের মঞ্জুরিকৃত পদ ৩০৭ টি। কর্মরত আছে ২২১ জন। মেহেরপুর সদরে ১০৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০টিতে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

গাংনী উপজেলায় ১৬১ টির মধ্যে ২১ টিতে, মুজিবনগরে ৩৮ টির মধ্যে ১৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে দুইযুগের অধিক সময় ধরে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। দীর্ঘবছর এসব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদ পুরণ না করায় প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনায় ব্যাহত হচ্ছে। সহকারি শিক্ষক থাকার কথা ১৭৫৪ জন। আছে ১৬৩৩ জন। অর্থাৎ ১২১ জন

সহকারির শিক্ষদের পদও শূন্য রয়েছে।

সদর উপজেলার যুগিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে চলতি দায়িত্বে আছেন ওই স্কুলের সহকারি শিক্ষক আবদুল কুদ্দুস। তিনি বলেন, ৬জন শিক্ষকের পদ থাকলেও ৩ জন আছি। এরমধ্যে আমাকে প্রশাসনিক দায়িত্বপালন করতে হয় আবার ক্লাসও নিতে হয়। প্রশাসনিক কাজে বা বিভিন্ন সভায় যোগদান করতে হয় প্রায় প্রতিদিন। ফলে আমি ক্লাস নিতে পারিনা। এর ফলে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পাঠদান ব্যাহত হয়। সিংহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১১ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদ শূণ্য।

হাসনাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মো. আলফাজ হোসেন প্রধান শিক্ষকের দায়ীত্বে আছেন ২০১৮ সাল থেকে। তিনি জানান, ৭ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও আছেন ৪ জন। তিনি সরকারের বিভিন্ন কাজের দায়ীত্ব পালনসহ বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজের চাপে ক্লাস নিতে পারেন না। বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক ক্লাস সংযুক্ত হওয়াতে ৩ জন শিক্ষক একসাথে ৩টি ক্লাস নিলে অপর তিনটি ক্লাসের শিক্ষার্থীরা ক্লাসের বাইরে খেলা ধুলায় মত্ত থাকে। শিক্ষকরা একটানা ক্লাস নিতে হাঁপিয়ে ওঠেন। অনেকসময় কোন ক্লাস নেয়া সম্ভব হয়না শিক্ষকদের।

সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫ বছর প্রধান শিক্ষক পদে শিক্ষক নাই। বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক তাহমিনা সুলতানা চলতি দায়িত্ব পালন করছেন। বিদ্যালয়ে ৬ জন শিক্ষকের স্থলে আছেন ৪ জন। একজন পিটিআই-এ। তিনি প্রশাসনিক কাজে ব্যাস্ত থাকেন। ২ জন শিক্ষককে ৬টি শ্রেণির ক্লাস নিতে হয় পালা করে। একাধিক শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শহর এলাকায় বা শহরতলীর স্কুলগুলোতে অবসরের কারণে পদ শূন্য হলে অন্য এলাকা থেকে বদলি হয়ে পদ পূরণ হয়। কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলগুলোতে অবসরে যাওয়ার পর পদ শূন্যই থেকে যাচ্ছে। তাই প্রতিবছরই বাড়ছে প্রধান শিক্ষকের পদশূন্য স্কুলের সংখ্যা। বর্শিবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী রেবেকা সুলতানা জানান শিক্ষক সংকটে কোনদিন চারটি, কোন দিন ৩টি ক্লাস হয়। শিক্ষক সংকটে তারা শিক্ষা বঞ্চিত হচ্ছেন।

সিংহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র আকরাম হোসেন অভিযোগ করেন, শিক্ষক সংকটে ক্লাসে বাড়ির জন্য পড়া দেয়া হয়না। বছর শেষে সিলেবাস শেষ না হবার কারণে তারা বার্ষিক পরীক্ষায় অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর লিখতে ব্যর্থ হয়। এই শিক্ষার্থী বলেন- এর

চেয়ে সপ্তাহের তিনদিন ওয়ান থেকে ২য় শ্রেণি এবং আর তিনদিন ৩য় থেকে পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস নেয়া হলে প্রতি শিক্ষার্থী উপকৃত হবেন। পিছিয়ে পড়ার হার কমবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একজন নেতা জানান, জেলা শহর ও শহরের উপকন্ঠের গ্রামগুলোর একটি বিদ্যালয়েও প্রধান শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষকপদ শূন্য নাই। রাজনৈতিক ও প্রশাসনের সহায়তায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেলা শহরের নাগরিক শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষক পদ পেয়ে যান। গ্রামীন কোন শিক্ষক জেলা শহরে প্রধান শিক্ষক থাকতে পারেনা।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, প্রধান শিক্ষকের পদগুলো ৬৫ ভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ৩৫ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের বিধান রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সরাসরি প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হচ্ছে না। আবার সহকারি শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি দেওয়াও বন্ধ রয়েছে। তাই প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণ করা যাচ্ছে না।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. রুহুল আমীন বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সহকারি শিক্ষকদের পদোন্নতির প্রক্রিয়া শুরু করছে। পদোন্নতি হলে শূন্য পদগুলো পূরণ করা যাবে। শহরের স্কুলগুলোতে অবসরের কারণে পদ শূন্য হলে পূরণ হয়। কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকায় অবসরে যাওয়ার পর শূন্যই থেকে যাচ্ছে।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল্লø◌াহ আল আমিন বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শিশুদের শিক্ষার ভিত তৈরি হয়। তাই সেখানে পাঠদান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষক শূন্যপদ এবং প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের জন্য সরকারের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

মেহেরপুরের বাড়িবাঁকায়

তারুণ্যের মেলা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে “এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই” এই প্রতিপাদ্যে তারুণ্যের মেলা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (১৩ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বাড়িবাঁকা সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গণে এই মেলার আয়োজন করা হয়।

তিন দিনব্যাপী চলমান এই মেলায় বিদ্যালয়ের ৭ম থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন সংস্কৃতির নানা উপকরণ প্রদর্শন করে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ দর্শকদের মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ হযরত আলী। শিক্ষার্থীদের তৈরি প্রদর্শনী দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং তাদের প্রশংসা করেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, এই ধরনের আয়োজন নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেম ও সংস্কৃতির প্রতি আরও আগ্রহী করে তুলবে।

এসময় বাড়িবাঁকা সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাশ্বত নিপ্পন, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দুসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেলা ঘিরে পুরো বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও মেলায় অংশ নেন এবং শিক্ষার্থীদের কাজের প্রশংসা করেন।

মুজিবনগরের মোনাখালীতে

তারুণ্যের উৎসব ও কর্মশালা

মুজিবনগরে উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব ও নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তারুণ্যের ভাবনাই নতুন বাংলাদেশ শীর্ষক বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (১২ জানুয়ারি) সকালে “এসো দেশ বদলায়, পৃথিবী বদলায়” এই স্লোগানে মোনাখালি ইউনিয়ন কার্যালয়ে এ কর্মশালাটি আয়োজন করা হয়।

মোনাখালি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান।

গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহুরুল ইসলামের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সংগঠক আরিফ খান, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রায়হান কবির, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা শাহাদাৎ হোসেন, কম্পিউটার অপারেটর মেহেদী হাসান, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

কর্মশালায় উপস্থিত তরুণ-তরুণীরা নতুন বাংলাদেশ গড়ার তাদের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা লিখিত আকারে উপস্থাপন করেন। তাদের চিন্তাধারা ও অভিমত নতুন বাংলাদেশ গঠনে ইতিবাচক দিক নির্দেশনা প্রদান করবে বলে আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, এই কর্মশালাটি নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম, নৈতিক শিক্ষা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

মুজিবনগরের দারিয়াপুরে তারুণ্যের উৎসব ও কর্মশালা

“এসো দেশ বদলায়, পৃথিবী বদলায়” এই স্লোগানে তারুণ্যের উৎসব ও নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এক বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (১২ জানুয়ারি) সকালে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়ন কার্যালয়ে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এ এস এম মাহবুবুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের সার্জন ডা. সৈয়দ সাকিবুল ইসলাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা কামরুজ্জামান উপজেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আবু তালহা বিএনপি নেতা হাফিজুর রহমান।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দারিয়াপুর ইউনিয়নের হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর সাকিব। কর্মশালায় অংশ নেন দারিয়াপুর গাউছিয়া দাখিল মাদ্রাসা, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল এবং ইমাম সাহেবদের দল।

কর্মশালায় উপস্থিত তরুণ-তরুণীরা নতুন বাংলাদেশ গড়ার তাদের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা লিখিত আকারে উপস্থাপন করেন। তাদের চিন্তাধারা ও অভিমত নতুন বাংলাদেশ গঠনে ইতিবাচক দিক নির্দেশনা প্রদান করবে বলে আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, এই কর্মশালাটি নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম, নৈতিক শিক্ষা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

মেহেরপুরে পল্লী বিদ্যুৎ নিয়োগ পরীক্ষায় ৮ জনের কারাদণ্ড

অসৎ উপায়ে পল্লী বিদ্যুতের মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জার (এমআরসিএম) পদে নিয়োগ পরিক্ষায় প্রক্সি দিতে এসে ৮ জনের ঠাই হলো শ্রীঘরে। ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক তাদের তিন দিনের কারাদন্ডাদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন জেল হাজতে।

দন্ডিতরা হলেন, দিনাজপুর জেলার পিরগঞ্জ উপজেলার ধুনোট গ্রামের গিরিশ চন্দ্র রায়ের ছেলে খগেন চন্দ্র রায়, একই জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার ব্রাম্মনভিটা গ্রামের মোটা বাবুর ছেলে শ্যামল চন্দ্র বিশ্বাস, গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ জেলার ধুবনী বাজার এলাকার নুরুন্নবীর ছেলে নুর মওলা, ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার পবহাটি পাড়া গ্রামের দিলীপ দেবনাথের ছেলে দিবস দেবনাথ, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার গুজুক গ্রামের মৃত মুন্নার ছেলে রফিকুল ইসলাম, শেরপুর জেলার সদর উপজেলার টাঙ্গারিপাড়া গ্রামের নাজিমুদ্দীনের ছেলে গোলজার হোসেন, নিলফামারী জেলার জলঢাকা দক্ষিণ বাগুনাপাড়া গ্রামের নুরুল হকের আরিফুল ইসলাম ও শেরপুর জেলা সদরের খানুয়াচারপাড়া গ্রামের ইয়াকুব আলীর ছেলে রাকিবুল হাসান সজীব।

গতকাল শুক্রবার দুপুরের দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্তরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাদের প্রত্যেককে তিন দিন বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তানজিনা শারমিন দৃষ্টি।

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তানজিনা শারমিন দৃষ্টি বলেন, অসৎ উপায়ে অন্যের হয়ে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এমআরসিএম পরীক্ষা দেওয়ার অপরাধে দঃবিঃ ১৮৬০ সালের ১৮৮ ধারার অপরাধে দোষি সাব্যস্ত করে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর ৭(২) মোতাবেক প্রত্যেককে ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুত সমিতির আওতায় বিদ্যুতের মিটার রিডার কাম ম্যাসেঞ্জার (এমআরসিএম) ৭০ টি পদের বিপরিতে নিয়োগ পরিক্ষায় প্রায় সাড়ে ৬ হাজার আবেদনকারী অংশ নেন। এর মধ্যে অন্যের হয়ে অসৎ উপায়ে প্রক্সি দিতে এসেছিলেন দন্ডিতরা। গতকাল শুক্রবার

সকালে মেহেরপুর সরকারি বালক বিদ্যালয়ে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পল্লী বিদ্যুতের এই নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ব্যাগ ও ড্রেস বিতরণ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পিইডিপি-৪ কম্পোনেন্ট ২.৫ প্রকল্পের অধীনে “আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম” এর আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের
নতুন স্কুল ব্যাগ ও স্কুল ড্রেস বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) “তরুণ্যের উৎসব-২০২৫” ব্যানারে মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় ২১০টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর মাধ্যমে ৪,৭৩৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে নতুন ব্যাগ ও স্কুল ড্রেস তুলে দেওয়া হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের জেলা ম্যানেজার সাদ আহম্মেদ, উপজেলা ম্যানেজার মোছাঃ শিরিনা আক্তারসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন ব্যাগ ও ড্রেস তুলে দেওয়ার সময় শিশুরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে।

মুজিবনগর উপজেলায় এই কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মন্ডল। এ সময় প্রকল্পের উপজেলা ম্যানেজার আব্দুল করিমসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী উপজেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন ব্যাগ ও স্কুল ড্রেস বিতরণ করেন গাংনী উপজেলার

নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা। এ সময় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই উপহার বিতরণের মাধ্যমে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মেহেরপুরের আমঝুপির এ আর বি কলেজে তারুণ্যের উৎসব

“এসো দেশ বদলাই, পৃথিবীকে বদলাই” স্লোগানকে ধারণ করে মেহেরপুরের আমঝুপির এ আর বি ডিগ্রি কলেজে তারুণ্যের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) সকাল ১১টায় কলেজের শিক্ষক মিলনায়তনে আয়োজিত এ উৎসব শিক্ষার্থী ও অতিথিদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ মো. আনোয়ারুল জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দীন।

দারুস সালাম হীরকের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর এবং মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল আমিন।

উৎসবে বক্তব্য রাখেন কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি মো. মারুফ আহমেদ বিজন ও সদস্য মো. জাব্বারুল ইসলাম। এছাড়াও এসময় কলেজের শিক্ষক মাহফুজা হোসেন ফারাজী কল্যাণী, মো. হাবিবুর রহমান,মো. হাসনাত জামানসহ শিক্ষক শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিলো কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ‘৯৬ ব্যাচ’

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ‘৯৬ ব্যাচ’ ফ্রেন্ডস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে এই শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোল্লা মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

এসময় তিনি বলেন, জীবনের লক্ষ্য অর্জনে দরিদ্রতা কখনো বাঁধা হতে পারেনা বরং যারা দরিদ্রতার ছোঁয়া পেয়েছে, তারাই জীবনে বেশি সফলতা অর্জন করেছে। তাই বড় হতে হলে বিত্তশালী লোকের সন্তান হতে হয়না। হতে হবে অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী এবং মেধাবী।

তিনি আরও বলেন, সকল শিক্ষার্থীদের। হতাশা-বিলাসিতা পরিহার করে জীবনের লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যেতে হবে। এটাই হবে সবার জন্য জীবন যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়ী হতেই হবে। আজকের এই শিক্ষা বৃত্তি পেয়ে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল। শিক্ষা জীবন শেষে দরিদ্র অসহায় মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে বলেও যোগ করেন তিনি।

সংগঠনের সভাপতি, আমেরিকা প্রবাসী সাদিক রহমানের অনুপস্থিতে সংগঠনের সহসভাপতি, কাজী এনামুল হক ঝংকারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ হাবিবুর রহমানের সার্বিক নির্দেশনায় এবং ড. শর্মিষ্ঠা হুসাইনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যাপক প্রফেসর একেএম জালাল উদ্দীন, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান (অবসরপ্রাপ্ত) প্রফেসর সাবিহা সুলতানা, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান (অবসরপ্রাপ্ত) প্রফেসর মো: ইয়ার আলী।

আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক আমেরিকা প্রবাসী, মোঃ আনোয়ারুল করিম, প্রধান সমন্বয়কারী,লন্ডন প্রবাসী ব্যারিস্টার হাবিবুর রহমান, সদস্য সচিব, বিশিষ্ঠ ব্যাবসায়ী, শিশির বেকারির কর্ণধার, আল্লামা

তানভীর শিশির, যুগ্ম আহ্বায়ক, এমদাদুল হক, যুগ্ম সদস্য সচিব ,রেজিনা রিপা এবং ইন্টারভিউ বোর্ডের অন্যতম শিক্ষক, বরিশাল উনিভার্সিটির অধ্যাপক ডঃ খোরশেদ আলম, অধ্যাপিকা এলিনা আক্তার রত্না, ড. এসএম রিয়াজুল ইসলাম, ইসলামী উনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান এবং মোঃ মিজানুর রহমান মঞ্জুসহ সকল বন্ধুদের সার্বিক সহযোগিতায় আয়োজন সম্পন্ন হয়।

আয়োজকরা জানান, যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা গরীব ও মেধাবী, যারা অর্থের অভাবে ঠিকমত লেখাপড়া করতে পারে না। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের ‘৯৬ ব্যাচ’ ফ্রেন্ডস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়।

এরআগে ভার্চুয়ালী অনলাইনে বক্তব্যে সংগঠনের সভাপতি আমেরিকা প্রবাসী সংগঠনের সভাপতি সাদিক রহমান বলেন, আজকের এই বৃত্তির মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করবে বলে বিশ্বাস করি। যাতে করে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তিনি আরও বলেন, মানুষ মানুষের জন্য। জীবন জীবনের জন্য। আজকে তোমরা যারা মেধাবী তারা একসময় বড় হয়ে মানুষের মতো মানুষ হবে এবং সবাই ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে এটাই কামনা করি।

প্রসঙ্গত, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ৪৫ জন শিক্ষার্থীকে (প্রত্যককে ৮ হাজার টাকা) করে এ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।